সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

বিনামূল্যে আড়াই লাখ কর্মী পাচ্ছে প্রশিক্ষণ ও ভাতা

| প্রকাশ : ২২ জানুয়ারি, ২০১৭ ০০:০০:০০

২০২০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার অদক্ষ লোককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রশিক্ষণকালে তাদের ভাতাও দেয়া হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২০৫৯ কোটি টাকা। প্রকল্পে অর্থায়ন করছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও সুইজারল্যান্ড সরকার। বাস্তবায়ন করছে অর্থ মন্ত্রণালয়। 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম'- নামের এই প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে। শেষ হবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে। এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য আবদুল মান্নান তার বক্তব্যে বলেন, 'বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও দারিদ্র্য বিমোচনে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তবে উপকারভোগীদের কাছে প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দেয়া দরকার। তাহলেই প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হবে।'

আগামী ১০ বছরের মধ্যে সরকারের দেড় কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। এরমধ্যে পোশাক খাতে ৬৯ লাখ, রফতানিমুখী শিল্প খাতে সাড়ে ৩৫ লাখ, কৃষি খাতে ১৫ লাখ, তথ্যপ্রযুক্তি ও ওষুধ শিল্পে ১৫ লাখ এবং হালকা প্রকৌশলী খাতে ১৪ লাখ। এ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ খাতে ২ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার দক্ষকর্মী। 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে দক্ষকর্মী গড়ে তুলবে সরকার। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বিভিন্ন কারিগরি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ দেবে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে মহিলা, উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। মোট ৭টি কোর্সের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এর মধ্যে লেদ মেশিন অপারেশন, মিলিং মেশিন অপারেশন, ওয়েল্ডিং, ক্যাড-ক্যাম ডিজাইন, সিএনসি অপারেশন, ইলেকট্রিক্যাল এবং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

জানা গেছে, সম্প্রতি এ নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে উপস্থান করা হয় প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা। পাশাপাশি বৈঠকে প্রকল্পের মেয়াদ ও অর্থায়ন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে বলা হয়, শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের জন্য ৮১ হাজার জনের নাম নিবন্ধন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৫৫ হাজার ৮০৭ জনকে। এদের মধ্যে ৩২ হাজার ৯১২ জনকে চাকরি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, এই প্রকল্পের ব্যয় প্রথমে ধরা হয় ১০৫০ কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। তবে সম্প্রতি বৈঠকে প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে ২০৫৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ করা হয় ২০২০ সাল পর্যন্ত।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি দাতাসংস্থাদের কাছ থেকে বাড়তি অর্থের যোগানের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১০ কোটি ৪৫ লাখ ডলার দেবে। এ ছাড়া ওই বৈঠকে মূল প্রকল্পের বাইরে আরও তিনটি খাতকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ খাতগুলো হচ্ছে- স্বাস্থ্য ও সেবা খাত, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ খাত এবং পর্যটন খাত। নতুন তিনটি খাত সম্পৃক্ততার কারণ হিসেবে বলা হয়, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে ১৮টি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে উল্লেখিত তিনটি খাত।

জানা গেছে, বিদেশে কর্মরত মোট বাংলাদেশী শ্রমিকের ৫২ শতাংশ হচ্ছে অদক্ষ। ফলে বিদেশে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশ থেকে এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর তিনটি কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এ সব কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জানা গেছে, দক্ষকর্মী গড়ে তুলতে এই প্রকল্পের আওতায় লেদ মেশিন অপারেশন, মিলিং মেশিন অপারেশন, ওয়েল্ডিং এবং ক্যাড-ক্যাম ডিজাইন কোর্সগুলো ছয় মাস মেয়াদি, ইলেকট্রিক্যাল ও রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং কোর্সগুলো চার মাস মেয়াদি এবং সিএনসি অপারেশন কোর্সটি এক বছর মেয়াদি করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক : সালমা ইসলাম প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত। পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০ E-mail: jugantor.mail@gmail.com

Print